অগ্রগতি প্রতিবেদন

২০১৮–২০২১

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা

মুখবন্ধ

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত “প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (এলআইইউপিসি) প্রকল্প” কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত ‘অগ্রগতি প্রতিবেদন’ প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউএনডিপি, যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)-এর কারিগরি সহযোগিতায় ও অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটি বিগত ২০১৮ সাল থেকে খুলনা মহানগরীর স্বল্প আয়ের পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

খুলনা মহানগর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি বিভাগীয় শহর। বর্তমানে এ নগরীর আয়তন ৪৫.৬৫ বর্গ-কিলোমিটার। ৩১টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এ নগরীতে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের বসবাস; যাদের অধিকাংশই নিম্ন আয়ের। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূল পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ অনেক পরিবার সমুদ্র উপকূলীয় বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে জীবন-জীবিকার সন্ধানে প্রতিনিয়ত এ নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করছে। ফলে জলবায়ু উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্ন আয়ের এ সকল মানুষ নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় বসবাস করে।

নিম্ন আয়ের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের দ্বারাই তাদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে ‘প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন’ প্রকল্প। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি সংগঠন তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সহায়তা, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিলোপ, দরিদ্র বসতির জন্য আবাসন ও জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম কেসিসি’র অগ্রগতিকে বহুলাংশে ত্বরান্বিত করছে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে এবং সহায়ক হচ্ছে এসডিজি’র লক্ষ্য অর্জনে। আগামীতেও মহানগরীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উনয়নে সহায়তা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

খুলনা নগরবাসীর পক্ষ থেকে আমি প্রকল্পের সাথে জড়িত সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্পের ঢাকাস্থ কর্মকর্তাসহ সিটি কর্পোরেশনে দায়িত্বরত সকলকে ‘অগ্রগতি প্রতিবেদন’ প্রকাশে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
ও
সভাপতি
সিটি প্রজেক্ট বোর্ড
এলআইইউপিসি প্রকল্প
খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জীবিকার উন্নয়নে নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী সংগঠিত হচ্ছে

খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত প্রায় নব্বই হাজার দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষ "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প" নামক একটি ছাতার নীচে এখন সংগঠিত। খুলনা সিটি কর্পোরেশন-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই প্রকল্পটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আশা ভরসার স্থল। কেননা পূর্বে এসকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী অসংগঠিত ছিল। নিজেদের কোন সংগঠন ছিল না। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার, ইউএনডিপি ও এফসিডিও'র আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের একটি সংগঠন তৈরী করে নিজেদের চাহিদা মোতাবেক একটি বাস্তবধর্মী ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ও তার বাস্তবায়নে অনেকটা কাজ করছে। ইতিমধ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সংগঠিত দরিদ্র-জনগোষ্ঠী এই প্রকল্পের সহায়তায় নিজেদের এলাকায় স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নয়ন করেছে। নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভবিষ্যত ঝুঁকি মোকাবেলায় নিজেদের তহবিল দিনদিন বৃদ্ধি করছেন। বর্তমানে উন্নয়ন সংগঠনগুলি শক্তিশালী হওয়ার কারণে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সেবাদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। যেকোন সমস্যা, ঝুঁকি মোকাবেলায় এসকল সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিনা বাধায় বা সহজেই ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। ফলে নিজেরা এখন আগের চেয়ে নিরাপদ মনে করে।

আমি প্রকল্পের কর্ম এলাকাগুলি পরিদর্শনে গিয়ে দেখেছি, প্রকল্পের কর্ম এলাকার পরিবেশ আগের চেয়ে এখন অনেক উন্নত হয়েছে। সদস্যদের মাঝে কর্ম চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছি। এ ধরণের কার্যক্রম ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকলে দরিদ্র কমিউনিটির জনগণ দারিদ্র্যতা দূর করে নগরীর উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সংযুক্ত হতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রান্তিক জনগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প খুলনা শহরে বসবাসরত দরিদ্র কমিউনিটির সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শক্তিশালী সংগঠন তৈরির মাধ্যমে খুলনা শহরের দরিদ্র জনগাষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদেরকে সিটি কর্পোরেশনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সেবা নিশ্চিত করে স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত কমিউনিটি তৈরী করার প্রত্যয়ে প্রকল্প বেশকিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে সংগঠনগুলোর মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নত ও পরিবেশসম্মত কমিউনিটি তৈরী, কমিউনিটির ভিতরে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থ-সহায়তা প্রদান করা, উন্নত ভবিষ্যত বিনির্মাণে মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন; যা সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগাষ্ঠীর মাঝে তাদের অবস্থার পরিবর্তনে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।

শহরের বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র কমিউনিটির মধ্যে সেবার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং গুণগত ফলাফল অর্জন ও সঠিক নেতৃত্বের ফলে খুলনা শহরে প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত সংগঠনগুলো তাদের ইতিবাচক পরিচিতি পেয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সংগঠনগুলো সক্রিয় থেকে স্থানীয় সরকারের পাশে থাকা, করোনা ভাইরাস অতিমারী মোকাবলোয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার প্রত্যয়ে টেকসই সংগঠনের একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক।

আশা করা যাচ্ছে যে, সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে প্রকল্পের সহায়তা ছাড়াই নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করে নিজেরাই নিজেদের কার্যক্রমগুলি অব্যাহত রাখবে।

আবির-উল-জাব্বার চীফ প্লানিং অফিসার ও সদস্য-সচিব, সিটি প্রজেক্ট বোর্ড, এলআইইউপিসিপি, খুলনা সিটি কর্পোরেশন

সূচীপত্র

প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি ২০১৮-২০২১ ..... ০১
ভূমিকা ০৩
প্রকল্পের মূল উপাদান ০৩
প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল ০৩
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকল্পের অবদান ০৪
খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পরিচিতি ০৫
খুলনা শহরের দরিদ্র বসতি চিহ্নিতকরণ ০৫
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিসিভিএ) ০৫
প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা সমীক্ষা (আইএফসিএ) ০৬
খুলনা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দারিদ্র্যতার মাত্রা চিহ্নিতকরণ ০৬
টেকসই সংগঠনই নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূলভিত্তি ০৮
অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যতার সূচক নির্ণয় ০৯
কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে কমিউনিটির কর্মপন্থা নির্ধারণ ১০
উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ১১
নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবলম্বন সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম ১২
কমিউনিটি সংগঠনের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রকল্পের উদ্যোগ ১২
জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পের অবদান ১৩
শিউলী বেগমের ব্যবসার সফলতা ও উন্নত জীবন ১৪
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রুনা এখন পরিবার প্রধান উপার্জনকারী ১৪
দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ময়না বেগমের জীবন বদল ১৫
শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ১৬
শিক্ষা ভাতা আমাকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে ১৭
পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে মা ও শিশুর পুষ্টিমানের উন্নয়ন ১৮
সুস্থ সন্তান, মায়ের হাসি ১৮
বসতি উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা ১৯
ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের সুযোগ ২০
জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সিডিসি এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ২১
করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম ২২
নগর দারিদ্র্যতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত পদক্ষেপ ২৩
চ্যালেঞ্জ / প্রতিবন্ধকতা ২৪
উত্তরণের উপায়সমূহ ২৪
অর্জিত শিখনসমূহ ২৪
খুলনা সিটি কর্পোরেশন মেয়র কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের অংশ বিশেষ ২৫
উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ২৭

প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি

খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা

২০১৮-২০২১

১৯১০টি দরিদ্র বসতি ও
১৮২১৭৯টি পরিবার চিহ্নিতকরণ

৩০টি পি আই সি গঠন
ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম
কার্যকরী বাস্তবায়নে সহায়তায়

৯৪৮৪৯টি
পরিবারের তথ্য ভান্ডার

১৮৫টি কমিউনিটি
কর্ম-পরিকল্পনা সম্পন্ন করার
মাধ্যমে নিজের
এলাকা উন্নয়নে সহযোগিতা

৪৯৬১টি প্রাথমিক দল
২৯৮টি সিডিসি ও
৩০টি সিডিসি ক্লাস্টারের
মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও দরিদ্রবান্ধব
নগর উন্নয়নে ভুমিকা রাখা

ভবিষ্যত আর্থিক ঝুঁকি মোকাবেলায়
৫.৮ কোটি টাকার
কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

৩০টি সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি
২৫৪টি ক্রয় কমিটি
গঠন, কমিউনিটি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও
জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

৩০টি
সেফ কমিউনিটি কমিটি গঠনের
মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ করা

প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি

খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা

২০১৮-২০২১

৮০১৯ জন

ছেলে-মেয়ে ঝরে পড়া রোধে
শিক্ষা সহায়তা প্রদান

৩০৭২ জন

ছেলে-মেয়েদেরকে
দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান

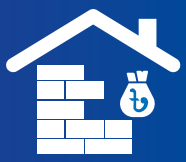

৫৭৭৩ জন

পিজি সদস্যদেরকে
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে অনুদান প্রদান

৮২৬০ জন

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদেরকে
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

১৮৩০ জন

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদেরকে
পুষ্টি সচেতনতা ও খাদ্য সহায়তা প্রদান

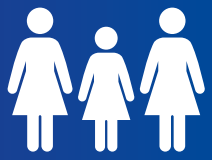

১০৫০ জন কিশোরীকে

বাল্যবিবাহ রোধ কল্পে
শিক্ষা সহায়তা প্রদান

৩৬.৮০ কি.মি.

ফুটপাত তৈরির মাধ্যমে
চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন

১৫৬১টি টুইন পিট ল্যাট্রিন

স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র বসতির
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন

৮.৯০ কি.মি. ড্রেন
৫.৮০ কি.মি. ড্রেন স্লাব

নির্মাণের মাধ্যমে দরিদ্র
জনবসতির পরিবেশ উন্নয়ন
ও জলাবদ্ধতা নিরসন

৩৮ কোটি টাকা প্রকল্পের কার্যক্রমে সর্বমোট ব্যয়

ভূমিকা

বাংলাদেশের শহরের চ্যালেঞ্জগুলো অনেক বড় এবং জটিল। যদিও গত এক দশকে নগর শাসন ও ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই করা বাকি রয়েছে। 'নিম্ন-আয়ের' থেকে 'মধ্যম আয়ের' অবস্থানে বাংলাদেশের রূপান্তর নিশ্চিত করতে, বিপুল সংখ্যক শহরে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্যতাকে উপেক্ষা করা যাবে না। এই পটভূমিতে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন (এফসিডিও)'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় শহরের দারিদ্র্য কমাতে একটি জাতীয় প্রকল্প চালু করেছে। যার নাম "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প"। প্রকল্পটি ৬ বছর (২০১৮-২০২৩) মেয়াদি।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য বাংলাদেশের শহরের দারিদ্র্য হ্রাস করে সুষম, টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখা। এলআইইউপিসিপির পাঁচটি প্রত্যাশিত ফলাফল দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ১০টি এসডিজি লক্ষ্য এবং ৫০টিরও বেশি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উপাদান

এলআইইউপিসি প্রকল্পের পাঁচটি প্রধান কাজের ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপঃ

১. দারিদ্র্যবান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনা জোরদার করা,
২. কমিউনিটি সংগঠন সৃষ্টি ও শক্তিশালী করা,
৩. দরিদ্র নারীদের দক্ষতা বাড়ানো, কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি,
৪. শহরে বসবাসরত দরিদ্রদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা ও
৫. জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকল্পের অবদান

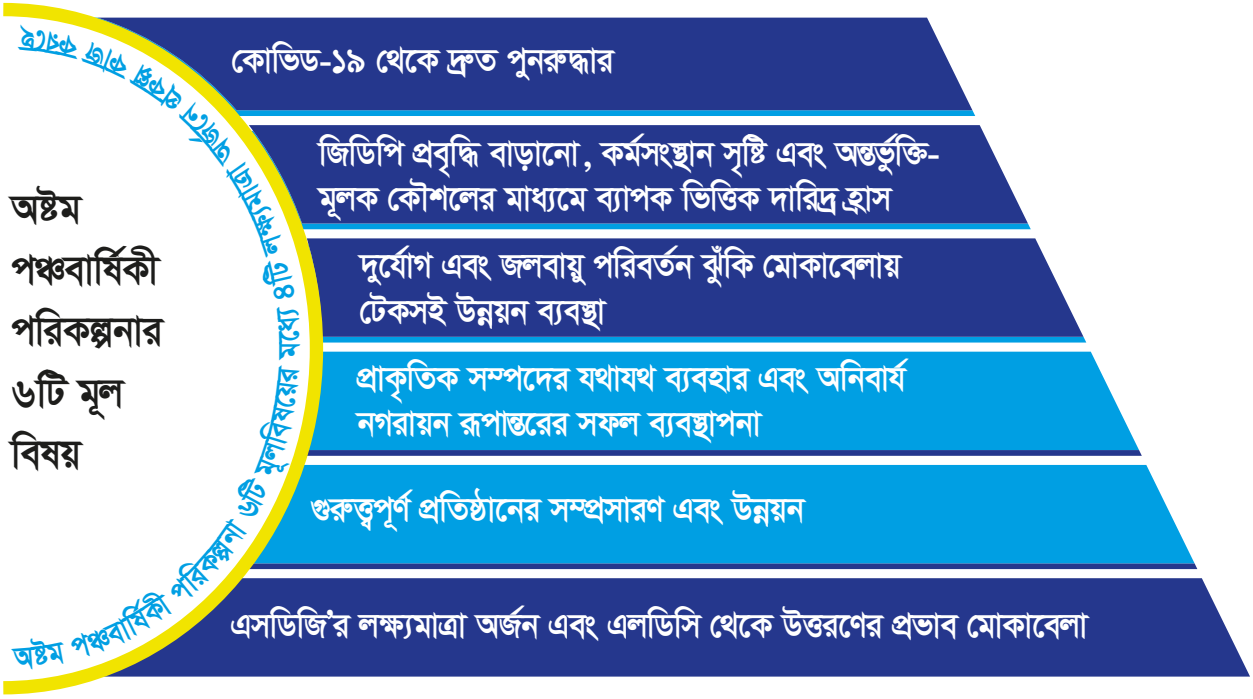

প্রকল্পের অবদান

প্রকল্পের আওতায় খুলনা শহরে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থ-সহায়তা ছাড়াও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, শহরের দরিদ্র জনগণকে মাস্ক ব্যবহার, নিয়মিত হাত ধোঁয়া ও টিকা গ্রহণের আগ্রহ তৈরিতে কাজ করেছে। পাশাপাশি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গণটিকা কর্মসূচীতে প্রকল্পের কমিউনিটির নেত্রীবৃন্দ ও কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকল্পের দক্ষতা উন্নয়ন এবং অর্থ-সহায়তার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি এবং উন্নয়ন কার্যক্রম নগর দরিদ্রদের মাঝে কর্মসংস্থান তৈরি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে বিশেষ ভুমিকা রাখছে।

প্রকল্পের বসতির অবকাঠামো নির্মাণ তহবিল (এসআইএফ) ও জলবায়ু সহিষ্ণু পৌর অবকাঠামো নির্মাণ তহবিল (সিআরএমআইএফ) এর আওতায় নগরের দরিদ্র বসতিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বিবেচনা করে ছোট এবং মাঝারি আকারের রাস্তা ও ড্রেন তৈরি করছে। বসতি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য টুইন পিট ল্যাট্রিন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, মানব বর্জ্যের স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রায় ৩৭ কোটি টাকা শহরের দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পরিচিতি

খুলনা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বিশ্বের বৃহত্তম একক ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের কাছাকাছি অবস্থিত।

শহরটির আয়তন ৪৫.৬৫ বর্গ কিঃমিঃ এবং ৩১টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। এটি বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর, যা রূপসা এবং ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। খুলনা ১৯৫০-এর দশক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের নগরী হিসাবে গড়ে উঠেছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর সময়কালে খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি) এবং সংলগ্ন এলাকায় বৃহৎ আকারের শিল্প ইউনিট স্থাপিত হওয়ায় এটি "শিল্প নগরী" নামে পরিচিত। বর্তমানে এই কলকারখানা অধিকাংশই বন্ধ রয়েছে।

খুলনা বাংলাদেশের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় শহর, যা প্রাকৃতিক দূর্যোগে মারাত্মক এবং ঘন ঘন ক্ষতির মুখে পড়ে। যে কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগে ঘরবাড়ি এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাওয়ার পর কাছাকাছি এলাকা থেকে অনেক মানুষ খুলনা শহরে আসে। যদিও জলবায়ু পরিবর্তন ও কল-কারখানা বন্ধ থাকায় শহরের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, কিন্তু আবার শহরের কৌশলগত অবস্থান, জীবিকা, সেবা ও সুযোগ-সুবিধা খুলনাকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য নেতৃস্থানীয় শহর তথা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান শহর হিসেবে গড়ে তুলেছে।

নগরায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি যেমন শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত পরিসেবা ও সুযোগ-সুবিধা, পদ্মা সেতু নির্মাণ ইত্যাদি কারণে খুলনা দ্রুত নগরায়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যদিও নগরায়ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা নিয়ে আসে, পাশাপাশি এটি কিছু গুরুতর চ্যালেঞ্জও তৈরি করে। দারিদ্র্যতা খুলনা শহরে একটি গুরুতর পর্যায়ে রয়েছে এবং এর ৪০% অধিবাসীদের দরিদ্র বলে মনে করা হয় এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% দরিদ্র বসতিতে বসবাস করে।

খুলনা শহরের দরিদ্র বসতি চিহ্নিতকরণ

খুলনা শহরে দরিদ্র বসতি চিহ্নিতকরণ এর লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমে অংশগ্রহণমূলক দারিদ্র্য ম্যাপিং করা হয়। তারপরে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের সমস্ত দরিদ্র বসতি চিহ্নিত করে মানচিত্র প্রস্তুত করে স্থানীয় অংশীদারদের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। পরবর্তীতে ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং মেয়র দ্বারা অনুমোদিত হয়। সাথে সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিপদাপন্নতা সমীক্ষা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিসিভিএ)

নগরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও সহনশীলতা তৈরি করার জন্য ২০১৯ সালে প্রকল্পের উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিসিভিএ) নামক একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষাটি খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে নগর দরিদ্রদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে একটি দরিদ্র-অনুকূল কৌশলপত্র তৈরিতে সহযোগিতা করবে। যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ খুলনা শহরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস এবং সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সরকারের সাথে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হবে এবং পরবর্তীতে শহরে দরিদ্র-অনুকূলে জলবায়ু সহনশীল উন্নত কমিউনিটি প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্যসূত্রঃ https://www.abd.org/sites/default/files/project-document/61610/421171-01-ban-ipsa.pdf

প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা সমীক্ষা (আইএফসিএ)

দারিদ্র্য অনুকূল সেবা প্রদানে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে ২০১৯ সালে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা নিরুপণ (আইএফসিএ) নামক একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এই সমীক্ষাটি খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে নগর দারিদ্র্য উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী হতে একটি কৌশলপত্র প্রণয়নে সাহায্য করবে, যা অধিকতর অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের সহায়ক হবে। যার ফলে টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নগর দারিদ্র্যদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সিটি কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হবে এবং নগর দারিদ্র্য নিরসন ত্বরান্বিত হবে।

খুলনা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দারিদ্র্যতার মাত্রা চিহ্নিত করণ

দারিদ্র্য ম্যাপিং করার জন্য ১৬টি দারিদ্র সূচককে বিবেচনা করা হয়েছে। সুচক গুলো হল রাস্তার প্রবেশাধিকার, ড্রেন, বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, রাস্তার আলো, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক সমস্যা, আবাসন, উচ্ছেদ, পানি সরবরাহ, আয়, ভূমির দখল, জমির মালিকানা।

শহরের প্রতিটি দরিদ্র জনবসতির একটি দারিদ্র্য স্কোর করে তারপর একটি ওয়ার্ড দারিদ্র্য সূচক নির্ধারণ করা হয়। দারিদ্র্যতার স্কোর অনুযায়ী ওয়ার্ডগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলো হলঃ খুবই অনুন্নত, খুব কম উন্নত, কম উন্নত এবং আপেক্ষাকৃত উন্নত।

খুলনা শহরে মোট ১,৯১০টি দরিদ্র বসতি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে ১,৮২,১৭৯টি পরিবার বসবাস করে।

বাংলাদেশের শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাদেরকে সংগঠিত করা এবং তাদেরকে শহর পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ৩০টি ওয়ার্ডে ২০১৮ সাল থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

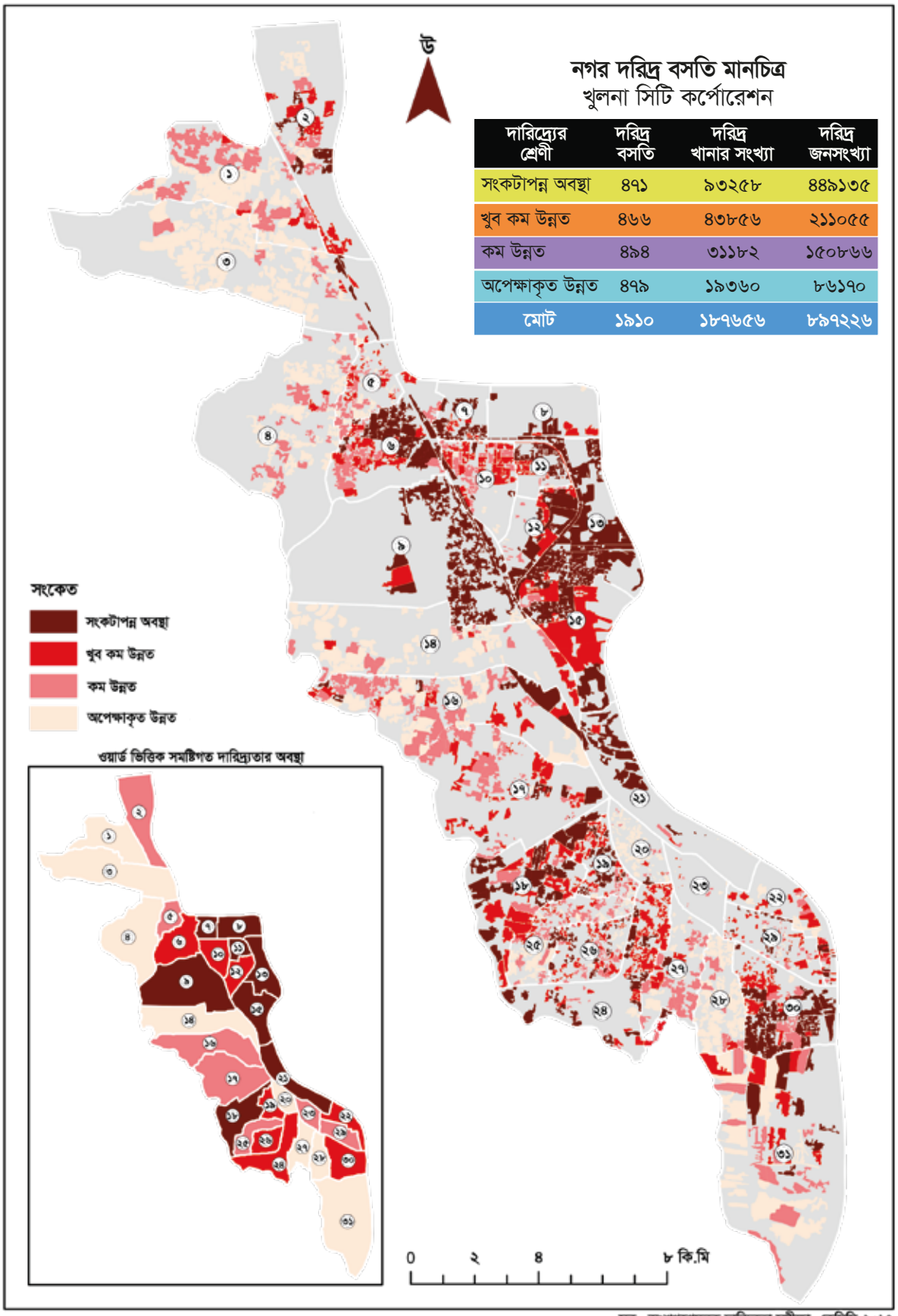

নগর দরিদ্র বসতি মানচিত্র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

দারিদ্র্যের শ্রেণী	দরিদ্র বসতি	দরিদ্র খানার সংখ্যা	দরিদ্র জনসংখ্যা
সংকটাপন্ন অবস্থা	৪৭১	৯৩২৫৮	৪৪৯১৩৫
খুব কম উন্নত	৪৬৬	৪৩৮৫৬	২১১০৫৫
কম উন্নত	৪৯৪	৩১১৮২	১৫০৮৬৬
অপেক্ষাকৃত উন্নত	৪৭৯	১৯৩৬০	৮৬১৭০
মোট	১৯১০	১৮৭৬৫৬	৮৯৭২২৬

সূত্র : অংশগ্রহণমূলক দারিদ্র্যতা সমীক্ষা, কেসিসি-২০১৭

টেকসই সংগঠনই নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূল ভিত্তি

নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেরাই সংগঠন তৈরী করে। যেখানে তারা নিজেদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করে সামনে এগিয়ে যায়। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসাবে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় প্রথমে ১৫ থেকে ২০ জন সদস্য নিয়ে একটি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়, কয়েকটি প্রাথমিক দল নিয়ে একটি সিডিসি গঠন করা হয়, একই ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি সিডিসি মিলে সিডিসি ক্লাস্টার গঠন করার হয়। খুলনা শহরে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪,৯৮১ প্রাথমিক দল এবং ২৯৮ সিডিসি গঠিত হয়েছে যেখানে মোট ৯৪,৮৪৯ সদস্য অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

দরিদ্র পরিবারগুলোর আস্থার প্রতীক বনিকপাড়া খানাবাড়ী সিডিসি

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত বনিকপাড়া খানাবাড়ী সিডিসির সদস্যগণ এখন আগের চেয়ে অনেক সংগঠিত। মোট ২১টি প্রাথমিক দলের মাধ্যমে ৬০৭ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বর্তমানে তাদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৮,৬৬,০২৮ টাকা এবং ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদানের পরিমাণ ২০,৪৪,১৫০ টাকা। সিডিসি নিয়মিত সভা পরিচালনা এবং সঠিকভাবে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সদস্যগণ প্রকল্পের বিভিন্ন সহায়তা কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা, আয়বৃদ্ধি সহ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ফলে সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে সিডিসি কার্যক্রমে আস্থা তৈরী হয়েছে।

উক্ত সিডিসি'র সভা নিয়মিত হয় এবং নির্দিষ্ট দিনে সদস্যরা স্ব-উদ্যোগে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি জমা করে। বর্তমান করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় এই সিডিসি নিজেদের উদ্যোগে কর্ম-ঝুঁকিতে পড়া সদস্যদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। এছাড়া গত বছর সিডিসি'র দরিদ্র শীতার্ত পরিবারের মধ্যে গরম কাপড় বিতরণ করেছে। সদস্যগণ সিডিসিকে নিজের সংগঠন মনে করে এবং এর মাধ্যমে সদস্যগণ নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চায়।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যতা সূচক নির্ণয়

প্রকল্পের কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সংগঠিত কমিউনিটির পরিবারগুলির বহুমাত্রিক দারিদ্রতা সূচক (এমপিআই) নির্ণয়ের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে থাকে। খুলনা শহরে এই পর্যন্ত অনলাইনে ৮২,০০০ পরিবারের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বসবাসের অবস্থা এই তিনটি ধরণ বিবেচনায় পরিবারে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের মান নির্ধারণ ও পরিবারের তথ্য ভান্ডার তৈরি করা হয়। প্রাপ্ত সূচকের মানের ভিত্তিতেই সুবিধাভোগী বাছাই করা হয়।

- ৯৪৮৪৯টি পরিবারের তথ্য ভান্ডার তৈরি
- ৩৪১৮৯টি নারী প্রধান পরিবার
- ৩.৬৩ জন প্রতি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা
- ২৯৯৩০০ জন পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা
- ২৫৫৫টি জাতিগত সংখ্যালঘু পরিবার
- ৫৭০০টি প্রতিবন্ধী পরিবার

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের দারিদ্র্য সূচক

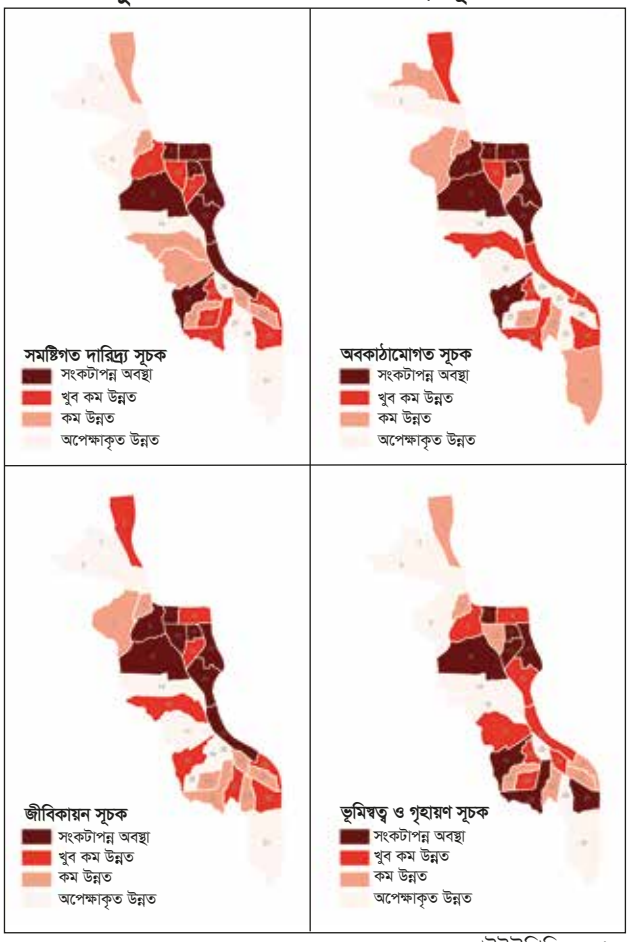

সূত্র : এলআইইউপিসি, ২০১৭

কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে কমিউনিটির বাস্তব ভিত্তিক কর্মপন্থা নির্ধারণ

কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা হচ্ছে কমিউনিটি ভিত্তিক ও অংশগ্রহণ মূলক একটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নগরে বসবাসরত দরিদ্র কমিউনিটির সদস্যগণ তাদের নিজস্ব ধারণা ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা সমন্বিত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের চাহিদাসমূহ সকলের কাছে উপস্থাপন করতে পারে। ফলে কমিউনিটির প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় বের করে একটি বাস্তবধর্মী ও অর্জনযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়। এই প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাধীন মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তারা খুবই আগ্রহী থাকে। খুলনা শহরে এ পর্যন্ত ১৮২টি কমিউনিটিতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কমিউনিটি সংগঠনের নিজেদের সক্ষমতা, প্রকল্পের সহায়তা, সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সহযোগীতার মাধমে কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৯৪৮৪৯	৩৪১৮৯	৩.৬৩
পরিবারের তথ্য ভান্ডার	নারী প্রধান পরিবার	প্রতি পরিবারের সদস্য সংখ্যা

২৫৫৫	১৮৫
জাতিগত সংখ্যালঘু পরিবার	কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত

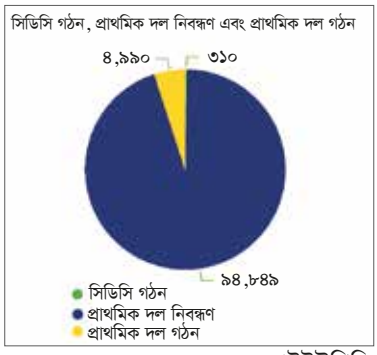

সূত্র : এলআইইউপিসি

নগরীর ২৫নং ওয়ার্ডের আরামবাগ-এ সিডিসি'র সদস্যগণ মনে করেন প্রকল্পের শুরুতে কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে একটি বাস্তবমূখী উন্নয়ন পরিকল্পনা হয়েছিল। তারা সেই কর্ম-পরিকল্পনা অনুসরণ করে সকলে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। আরামবাগের সদস্যগণ আশাবাদী কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধমেই তারা একটি পরিবেশ বান্ধব ও উন্নত কমিউনিটি গড়ে তুলতে পারবে।

উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তি

খুলনা নগরের সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীদের সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্ত করে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করছে।

৮৩৬০
প্রতিবন্ধী পরিবার

২৯০ জনকে
শিক্ষা সহায়তা প্রদান

২১০ জনকে
শিক্ষানবিশ সহায়তা প্রদান

৪০০০ মিটার
প্রতিবন্ধী সহায়ক ড্রেন নির্মাণ

২৫৩ জনকে
ব্যবসা সহায়তা প্রদান

৭৮টি
প্রতিবন্ধী সহায়ক পায়খানা নির্মাণ

১১০০ মিটার
প্রতিবন্ধী সহায়ক ফুটপাত নির্মাণ

শারিরীক প্রতিবন্ধকতায় আমি থেমে থাকিনি...

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যে বাধা নয় এবং কোনভাবেই জীবনকে পিছিয়ে ফেলতে পারে না; আতিকা আক্তার তনুর সংগ্রামী জীবনের সফলতাই তার প্রমাণ। অল্প বয়সে কঠিন জ্বরে চলার ক্ষমতা হারানোর পরে থেমে যাননি তনু। তনু জীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে জীবনকে অন্যভাবে সাজিয়েছেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সহায়তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও হুইল চেয়ারের সহায়তা পেয়ে তনু জীবনটাকে অনেক সহজ করে ফেলেছেন। ২৫নং ওয়ার্ডের বকুল বাগান সিদ্দিকিয়া মহল্লা সিডিসি'র সদস্য হিসেবে ঋণ নিয়ে পোশাক তৈরী, শাড়ী, থ্রি-পিচ বিক্রি করে নিয়মিত আয়ের পথ তৈরী করেছেন। বাড়ীতে বসেই কাজ করে মাসে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করেন। আতিকা আক্তার তনু মনে করেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় নিজের জীবন থমকে যেতে পারে না। আত্ম-প্রত্যয় ও একটু সহায়তা পেলে জীবনমানের উন্নয়ন করা সম্ভব।

নগর দরিদ্র জনেগোষ্ঠীর অবলম্বল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

নগরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যত ঝুঁকি মোকাবেলায় কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম প্রকল্প সহায়তায় কমিউনিটি সংগঠনের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের একটি অন্যতম সমবায়মূলক উদ্যোগ। কমিউনিটি সংগঠনের সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচী মূলতঃ কমিউনিটির একটি নিয়মিত সমবায়মূলক সমষ্টিক ব্যবসা কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক দলের সদস্যগণ সঞ্চয় ও ঋণ দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে সঞ্চয় জমা করে। দলের নিয়মিত সভায় সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে সাপ্তাহিক বা মাসিক সঞ্চয় জমা করেন যা সিডিসি'র ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। সঞ্চয় এর পরিমাণ বেড়ে গেলে সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

৫.৮ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা	**২.৩ কোটি** বকেয়া ঋণ
৪৯২৪৮ নারী সঞ্চয়ী সদস্য	
২৯৫ সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান	**২৩২০** ক্রয় কমিটির সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান

সূত্র : এলআইইউপিসি

আমি সুলতানা পারভীন, ১৯নং ওয়ার্ডের জোনাব আলী সিডিসি'র মুক্তি প্রাথমিক দলের একজন নিয়মিত সঞ্চয়ী সদস্য। আমার স্বামী একজন দিনমজুর। আমি অন্যের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করি। আমার বর্তমানে জমাকৃত সঞ্চয় ৭,২০০ টাকা। ভবিষ্যতে আমি আমার সঞ্চয় বাড়িয়ে সিডিসি'র সহায়তায় একটি চায়ের দোকান দিতে চাই। যাতে করে আমি যেন আমার ও পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে ভূমিকা রাখতে পারি।

কমিউনিটি সংগঠনের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রকল্পের উদ্যোগ

কমিউনিটি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতে সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি ও কমিউনিটি ক্রয় কমিটি প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি সিডিসি ও সিডিসি ক্লাস্টারে কাজ করছে। এক্ষেত্রে সংগঠনের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম এর নিয়মিত নিরীক্ষা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের তদারকি ও ক্রয় নীতিমালা বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজের মানসম্মত বাস্তবায়নে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতে এই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পের অবদান

প্রকল্পটি শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণে কাজ করে। এটি দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসার উদ্যোগ প্রতিষ্ঠায়, সদস্য পরিবারের শিশু, কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া কমাতে কাজ করছে ও কিশোরীদের বাল্যবিবাহ রোধে এবং গর্ভবতী, প্রসুতি ও তাদের দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের অনুদান প্রদান করে থাকে।

২০২১ সাল পর্যন্ত পিজি সদস্যদের মধ্য থেকে শিক্ষানবীস হিসাবে ৩,০৭২ জন ও ৫,৭৭৩ জন ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুদান পেয়েছে।

৮,০১৯ জন ছেলে-মেয়ে এবং ১,০৫০ কিশোরী মেয়েকে ঝরে পড়ার হার কমাতে এবং বাল্যবিবাহ রোধ কল্পে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

তন্মধ্যে মোট ৬% ছিল একক নারী-প্রধান পরিবার, ৩% প্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্য এবং ১% সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর। প্রকল্প থেকে মোট সহায়তার হার বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

লিঙ্গভিত্তিক অনুদান সহায়তার হার

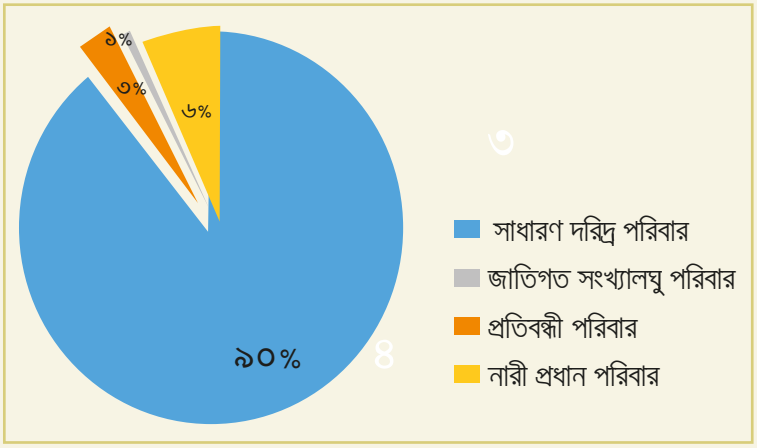

অগ্রাধিকার ভিত্তিক অনুদান বিতরণের হার

শিউলী বেগমের ব্যবসার সফলতা ও উন্নত জীবন

শিউলী বেগম (৪৯) এর স্বামী আঃ রাহমান ফকির (৬৪) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তাদের ২জন ছেলে, ২জন মেয়ে আছে। বর্তমানে ১টি মেয়ে লেখাপড়া করে আর বাকী সবার বিবাহ হয়েছে। তিনি ১৯নং ওয়ার্ডের কালিগঙ্গা সিডিসি ক্লাস্টারের অধীনে জোনাব আলী সিডিসি'র মুক্তি পিজি দলে সদস্য হিসাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ২০১৯ সালে ১০,০০০ টাকা ব্যবসায়ী অনুদান পেয়েছেন।

শিউলী বেগম, মেয়ে ও পুত্রবধূ মিলে আগরবাতি তৈরির কাজ করছেন। তার ব্যবসার বর্তমান মুল্য প্রায় ৩০ হাজার টাকা। ব্যবসার আয়ের টাকা দিয়েই সংসার খরচ, মেয়ের লেখাপড়াসহ সব কাজ পরিচালনা করছেন। তার ভবিষৎ পরিকল্পনা হল তিনি ব্যবসাকে আরও বড় করে আশেপাশের অসহায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিবেন।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রুনা এখন পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী

রুনা খাতুন একটি অস্বচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একমাত্র দিনমজুর বাবার আয়ের উপর ৮ ভাই-বোন সহ মা-বাবা মিলে ১০ জন সদস্য নির্ভর করত।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে রুনা খাতুন ভারী কাজ করতে পারতেন না। তখন ২০১৮ সালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান প্রকল্প-এর মাধ্যমে ব্যবসা সহায়তা হিসেবে ৭,০০০ টাকা অনুদান পান। তা দিয়ে তিনি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। তার শ্রম, সময় ও মেধা দিয়ে ব্যবসায় অনেকটা সফলতার মুখ দেখতে শুরু করেছেন।

দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ময়না বেগমের জীবন বদল

ময়না বেগম ২৫নং ওয়ার্ডের বকুল বাগান সিডিসি'র একজন নিয়মিত সদস্য। ২০১৮ সালে প্রকল্প থেকে বোরখার কারখানায় কাজ শেখার সুযোগ পান। ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। কাজ শেখার পর প্রকল্প থেকে ৯,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে পান। প্রশিক্ষণের পর তার দক্ষতা মূল্যায়ন করে তামান্না ফ্যাশন হাউস ময়না বেগমকে স্থায়ীভাবে কর্মী হিসেবে ৫,৫০০ টাকা মাসিক বেতনে নিয়োগ প্রদান করে।

২৭২ কমিউনিটি চুক্তি	**১৬৮৬৪** উপকারভোগী	
৩০৭২ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	**৩৬৬৭** পুরুষ উপকারভোগী	**১৩১৯৭** নারী উপকারভোগী
৫৭৭৩ ব্যবসা অনুদান		

সূত্র : এলআইইউপিসি

"আমি বর্তমানে এই কারখানায় কাজ করছি এবং যা বেতন পাই তা দিয়ে আমাদের সংসারের খরচ চালাই। বর্তমানে আমার সংসারের অভাব অনেকটাই দূর হয়েছে। ভবিষ্যতে আমি নিজে আরো দক্ষতা উন্নয়ন করে এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক হিসেবে চাকুরী করার স্বপ্ন দেখি..."

শিক্ষানবীস প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত

বিউটি পার্লারের কাজে নিয়োজিত

ওয়েলডিং ও ফ্রেবিকেশন কাজে নিয়োজিত

স্বাস্থ্য সহকারী হিসাবে কর্মরত

মোটর ড্রাইভিং পেশায় নিয়োজিত

কাঠের ফার্নিচারের মিস্ত্রি হিসাবে কর্মরত

শিক্ষা ভাতা আমাকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে

ফারজানা আক্তার মীম, আফিলউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। ফারজানা আক্তারের মা রেহেনা বেগম ০৬নং ওয়ার্ডের পাবলা-বি সিডিসি'র বুড়িগঙ্গা পিজির একজন সদস্য। বর্তমানে রেহেনা বেগম সবজি বিক্রি করে তার সংসার চালান। ফারজানা আক্তার ২০২০ সালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প থেকে শিক্ষা সহায়তার জন্য দুই দফায় ৯,০০০ টাকা পেয়েছেন।

৮০১৯
শিক্ষা সহায়তা উপকারভোগী

সূত্র : এলআইইউপিসি

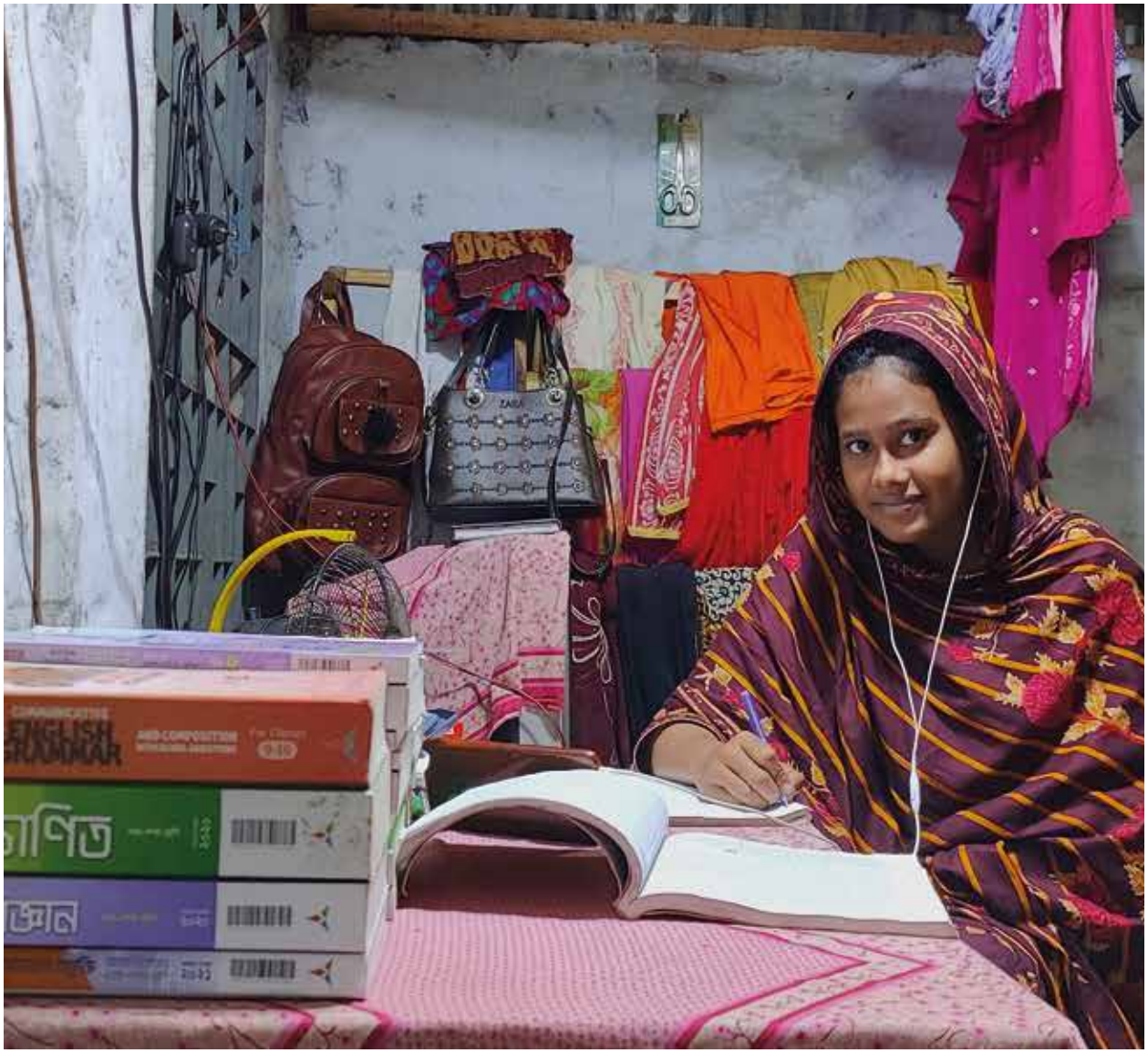

"টাকা পেয়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে। আমি স্কুলের ভর্তি ফি ও প্রাইভেট টিউশন ফি দিয়েছি। বাকী টাকা দিয়ে স্কুল-ড্রেস, জুতা, ব্যাগ, গাইড বই ও অনলাইনে ক্লাস করার জন্য ইন্টারনেট কিনেছি।"

পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে মা ও শিশুর পুষ্টি মানের উন্নয়ন

১,৮৩০ জন গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা ও দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি ও খাদ্য সহায়তা পেয়েছে, যা গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা, বিশেষ করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অপুষ্টিজনিত শিশু রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

৭০০ জন
কিশোরী অন্তর্ভূক্ত

সূত্র : এলআইইউপিসি, ২০১৭

সুস্থ সন্তান, মায়ের হাসি

আশা আক্তার সুমি (২৫) গর্ভবতী থাকা অবস্থায় অপুষ্টিতে ভুগছিলেন। প্রকল্পের পুষ্টি কর্মীর নিয়মিত কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করে তার পুষ্টিহীন অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। পরবর্তীতে আশা আক্তার সুমি প্রকল্পের পুষ্টি খাদ্য সহায়তার অর্ন্তভূক্ত হয়। খাদ্য সহায়তা পেয়ে আশা আক্তার সুমির পরিবার অনেক খুশি।

বসতি উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন শহরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এলআইইউপিসিপি'র জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ উদ্যোগ নিম্ন আয়ের বসতিগুলিতে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য একটি অনুদান প্রদান করে থাকে, যা সেটেলমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড (এসআইএফ) এবং জলবায়ু প্রতিরোধী পৌর অবকাঠামো তহবিল (সিআরএমআইএফ) নামে পরিচিত। এসআইএফ-এ ছোট আকারের অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেয়া হয় এবং সিআরএমআইএফ ছোট থেকে মাঝারি অবকাঠামোর জন্য দেয়া হয়ে থাকে। এই প্রকল্প খুলনা শহরের দরিদ্র বসতিতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য টুইন পিট ল্যাট্রিন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং মানব বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রতিনিয়ত কাজ করছে। খুলনায় অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে ফুটপাত, ড্রেন, ড্রেন স্লাব এবং কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার। এইসব কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হলো শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবেশ ও সুস্বাস্থ্যের উন্নতি করা, যাতে করে সমস্যাগুলি তাদের জীবনমানকে বাঁধাগ্রস্থ না করে।

সিআরএমআইএফ প্রকল্প ২টি

মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ৬০৬ মিটার
মোট উপকারভোগী ২৮৫০ পরিবার; প্রতিবন্ধী উপকারভোগী ২৭ জন
মহিলা ৬৮৬৬ জন পুরুষ ৫৮২০

৩৬.৮০ কি.মি.

রাস্তার মাধ্যমে ১৮২৯৬০ জন লোক চলাচলের সুবিধা পেয়েছে

১৫৬১টি ল্যাট্রিনের

মাধ্যমে ১৭৯০০ জন লোক স্বাস্থ্য সম্মত জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছে

৮.৯কি.মি. ড্রেন
৫.৮০ কি.মি. ড্রেন স্লাব

নির্মাণের মাধ্যমে দরিদ্র জনবসতির পরিবেশ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা হ্রাস পেয়েছে

৫০ লক্ষ
মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ তহবিলে জমাকরণ

১৪.২ কোটি
ব্যয়

১৪.৮ কোটি
চুক্তি মূল্য

১১৮৩৯১
উপকারভোগী

৩৮৯৩ সুযোগ-সুবিধা স্থাপন

৫৬১২৬ পুরুষ

৬২২৬৫ নারী

৩২১ প্রতিবন্ধী

৭৫
নিরাপদ পানির সুবিধা স্থাপন

৫১৫০০
মিটার ফুটপাত, ড্রেন ও ড্রেন স্লাব স্থাপন

২৩২৬
স্কীম স্থাপন

১৫৬১
ল্যাট্রিন স্থাপন

সূত্র : এলআইইউপিসি

ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের সুযোগ

খুলনা শহরের দরিদ্র বসতিতে টুইন পিট ও সেপটিক ট্যাঙ্ক যুক্ত টয়লেট রয়েছে। এই পিট বা সেপটিক ট্যাঙ্কে জমে থাকা মল ম্যানুয়ালি খালি করার পরে মানব বর্জ্য সাধারণত খোলা পরিবেশে ফেলা হয়ে থাকে, যা যথাযথ স্যানিটেশন সার্ভিস চেইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যথাযথ মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ম্যানুয়ালী খালি করার চেয়ে যান্ত্রিকভাবে খালি করে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে প্রকল্প খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে ২টি ভ্যাকুয়াম ট্রাক প্রদান করেছে যাতে শহরবাসী নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা পেতে পারে।

"আগে আমাগের টয়লেটের অবস্থা খারাপ ছিল। খুব দুর্গন্ধ হতো, ব্যবহার করতি কস্ট হতো, বাচ্চাকাচ্চাগে মাঝেমধ্যি অসুখ-বিসুখ হতো। এহন আমাগের আর সমস্যা নেই। অনেক ভাল আছি।"

কামনা, সদস্য-সবুজবাগ সিডিসি, ওয়ার্ড-২৪, কেসিসি

ওয়ার্ড নং-৪ এলাকার চনুরবটতলা সিডিসি'র মাধ্যমে নতুন ৪ চেম্বার বিশিষ্ট একটি কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে ঐ এলাকার ১৪টি পিজি ও ৩টি নন পিজি পরিবার উপকৃত হচ্ছে। উপকারভোগীর মধ্যে ৪৫ জন পুরুষ, ৪০ জন মহিলা এবং ৯ জন শিশু রয়েছে। উক্ত টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সার্বিক পরিবেশের উন্নতি হয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার ও সময়মত হাত ধোয়ার মাধ্যমে এলাকার মানুষের রোগব্যাধির প্রকোপ কমবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"এই এলাকাটি খুবই ঘনবসতিপূর্ণ। এক সময় এই এলাকায় কোন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ছিল না। যেটি ছিল তা ছিল সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী। চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতো, পরিবেশ দূষিত হতো, প্রতিবন্ধী, শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ব্যবহার করতে পারতো না। এই সমস্যার সমাধান হয়েছে নতুন চার চেম্বার বিশিষ্ট কমিউনিটি টয়লেট ও হাত ধোঁয়ার বেসিন স্থাপনের মাধ্যমে।"

- সালমা বেগম, পিজি সদস্য

১৮৩০
পানির নিরাপদ সুবিধা পাচ্ছে

সূত্র : এলআইইউপিসি

জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সিডিসি এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

ওয়ার্ড নং-২১ এ অবস্থিত জোড়াগেট সিডিসিতে নূতন ৩৪৭.৫০ মিটার ফুটপাত এবং ৭৭.২০ মিটার ড্রেন ও স্লাব তৈরি করা হয়েছে। উক্ত স্কীম বাস্তবায়নের মধ্যে সেই এলাকার ১৩৮টি পিজি পরিবার ও ২৭২টি নন পিজি পরিবার উপকৃত হচ্ছে। তার মধ্যে ৭ জন প্রতিবন্ধী আছে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাধ্যমে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন হয়েছে।

"আমি এই এলাকায় দীর্ঘ ১২ বছর ধরে বসবাস করছি। বর্ষাকালে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে, বয়স্কদের চলাচল করতে এবং গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে কষ্ট হতো। ফুটপাত তৈরির মাধ্যমে এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলাবদ্ধতার নিরসনসহ পরিবেশের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে।"

- পারভীন আক্তার, পিজি সদস্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় ১৬নং ওয়ার্ড আনিছ নগর এলাকায় যমুনা সিডিসি ক্লাস্টারের মাধ্যমে নতুন ৩০৬ মিটার আরসিসি রাস্তা, রিটেইনিং ওয়াল, ১টি বক্স কালভার্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত স্কীম বাস্তবায়নের ফলে ঐ এলাকার ৪২০টি পিজি পরিবার ও ২৭০টি নন পিজি পরিবার উপকৃত হচ্ছে। তার মধ্যে ১৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ৩০০ জন শিশু রয়েছে। এই স্কীম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও জলাবদ্ধতা নিরসনসহ এলাকার সার্বিক পরিবেশ উন্নত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা মিনতি ঘোষ বলেন, আগে বাচ্চাদের স্কুলে যেতে অনেক কষ্ট হতো। কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। রাস্তার কাজ শেষ হওয়ায় এই সমস্যাগুলো দূর এবং দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে।"

১.৬ কোটি চুক্তি মূল্য	**১.৪ কোটি** ব্যয়	**১২৬৮৬** উপকারভোগী	
		৫৮২০ পুরুষ	**৬৮৬৬** নারী
২ স্থাপনা	**২৭** প্রতিবন্ধী পরিবার	**৬০৬** মিটার স্থাপন	

সূত্র : এলআইইউপিসি

কাজ শুরুর পূর্বের অবস্থা

নির্মাণ পরবর্তী অবস্থা

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

সচেতনতায়

৫০০০ পোস্টার, ১৬৬৮ ফেস্টুন, ১৩০০০ স্টিকার, ২১৫ বুকলেট-এর মাধ্যমে নগরবাসীকে সচেতন করা হয়েছে

নগদ সহায়তা

দরিদ্র কমিউনিটিতে কর্ম ঝুঁকিতে পড়া ২০৩৩৭ জনকে নগদ অর্থ সহায়তা করা হয়েছে

স্যানিটেশনে

৩৮৬০৯৬টি সাবান বিতরণ, ৬৯৯টি হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন স্থাপন এবং ৪৬৬টি টিপিট্যাপ -এর মাধ্যমে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়মিত হাত ধোয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে

সচেতনতা বৃদ্ধিতে শহর ব্যাপী প্রচারণা

টিকা গ্রহণে রেজিস্ট্রেশন সহায়তা

কমিউনিটিতে প্রকল্প কর্তৃক সাবান বিতরণ

সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ

নগর দারিদ্র্যতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত পদক্ষেপ

খুলনা সিটি কর্পোরেশন সব সময়ই নিজেদের সক্ষমতা অনুযায়ী নগরের বসবাসরত দরিদ্র, স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছে। করোনা ভাইরাস ঝুঁকি মোকাবলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ ও চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার, দ্রব্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া দরিদ্র শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার বিতরণ, দরিদ্র এলাকায় মাস্ক বিতরণ ও সচেতনতামূলক প্রচারণা করা হয়েছে। দরিদ্র এলাকাগুলিতে পর্যাপ্ত বড় ড্রেন, রাস্তা নির্মাণ, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে থেকে তাদের সেবা নিশ্চিতকরণে সর্বদা উদ্যোগী রয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে গরীব দুঃস্থ, রুগ্ন, প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সাহায্য, দুঃস্থ অসহায় পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া যেকোন দুযোর্গ মোকাবেলা ও অন্যান্য সামাজিক কাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী খুবই সন্তুষ্ট।

জলবায়ু সহিষ্ণু কার্যক্রম

- উঁচু রাস্তা নির্মাণ
- খাল খনন
- প্রশস্ত ড্রেন নির্মাণ
- বৃক্ষ রোপন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রম

- জীবানুণাশক ঔষধ ছিটানো
- সচেতনতামূলক প্রচারণা
- ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন
- ভ্যাকসিন সংরক্ষণ ও বিতরণে সহায়তা
- ওয়ার্ড পর্যায়ে ভ্যাকসিন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রকল্পের কর্মী ও নেত্রীদেরকে অন্তর্ভুক্তকরণ

করোনা ভাইরাসের কারণে কর্ম-ঝুঁকিতে পড়াদের সহায়তা

- শিশু খাদ্য বিতরণ
- নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান
- দরিদ্র ও অসহায়দের খাদ্য বিতরণ

প্রতিবন্ধী সহায়ক কার্যক্রম

- বাজেট বরাদ্ধ করা
- মাসিক ভাতার ব্যবস্থা
- প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যখাত উন্নয়ন

- ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনামূলক কার্যক্রম
- ভিটামিন এ+, হাম রুবেলা ক্যাম্প পরিচালনা
- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন
- দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিনামূল্যে চিকিৎসা

চ্যালেঞ্জ / প্রতিবন্ধকতা

- অন-লাইন জরিপের মাধ্যমে পরিবার তথ্য-ভান্ডার তৈরি ও বহু-মাত্রিক দারিদ্রতা সূচক (এমপিআই) এর উপর ভিত্তি করে এসইএফ অনুদানের সুবিধাভোগী নির্বাচন;
- প্রকল্পের প্রথম দিকে মাঠ-পর্যায়ে সম্মুখ সারির কর্মীদের স্বল্পতার কারণে এসইএফ এবং এসআইএফ-এর বাস্তবায়নের কার্যক্রম যথাযথভাবে শুরু করা;
- মাঠ-পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর দিকে নব-নির্বাচিত নগর কর্তৃপক্ষকে প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে না পারা;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা এবং দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকা কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনরায় শুরু ও শেষ করা; এছাড়াও, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা;
- কোভিড-১৯ অতিমারি দীর্ঘ সময় চলমান থাকায় কমিউনিটি সংগঠনের কার্যক্রমসমূহ যেমন-সভা, সঞ্চয় ও ঋণ ইত্যাদি কার্যক্রম চালু রাখা;
- খুলনা শহর প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ এলাকা হওয়ায় প্রায়ই সংগঠিত ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার মধ্যে প্রকল্পের কাজ চলমান রাখা;
- নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে এসআইএফ ও সিআরএমআইএফ-এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও মান সম্মতভাবে সম্পন্ন করা;
- পূর্বের প্রকল্পে অবস্থার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উপকারভোগী নির্বাচন করা হতো এবং সিডিসি নেত্রীবৃন্দ উক্ত প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত ছিল। যখন চলমান প্রকল্পের শুরুতে এমপিআই স্কোর ভিত্তিক সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতিতে চালু করা হয়; তখন তারা আপত্তি করে। তাছাড়া জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহের সময় কিছুটা ত্রুটি থাকার কারণে এবং অপেক্ষাকৃত অনেক দরিদ্র পরিবারের নাম তালিকায় না থাকায় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফলে সিডিসি নেত্রীবৃন্দকে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া যথাযথ ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের সকল কাজে অন্তর্ভুক্ত করা ও সঠিকভাবে উপকারভোগী নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

উত্তরণের উপায়সমূহ

- প্রকল্পের শুরুর দিকে মাঠ-পর্যায়ের কর্মীদের নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের নেত্রীবৃন্দের মাধ্যমে এসইএফ কার্যক্রম এবং এসআইএফ এর সুবিধাভাগৌ নির্বাচন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করা হয়;
- নব-নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দকে যথাযথ ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং কার্যকর বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে সম্পৃক্ত করা হয়;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতির শুরুতে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন স্থবির হয়ে পড়ে। কোভিড-১৯ সহায়তাসহ যতটুকু কাজ চলমান ছিল; তাও মনিটরিং এবং গুণগতমান যাচাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও ডেস্ক রিভিউ, ফোন কল এবং বিশেষ ক্ষেত্রে মাঠ-পরিদর্শন এর মাধ্যমে গুণগতমান ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা এবং কর্মী নিয়োজিত করার মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়;
- খুলনা শহর প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হওয়ায় প্রায়ই ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ফলে প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম চলমান রাখা ও পূর্বের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য কমিউনিটি সংগঠনের নেত্রীগণ ও মাঠকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হয়।

অর্জিত শিখনসমূহ

- প্রকল্পের কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাসহ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে;
- কমিউনিটি সংগঠন শক্তিশালী থাকায় প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করা এবং কোভিড-১৯-এর মত অতিমারির মধ্যেও কোভিড-১৯ সহায়তাসহ প্রকল্পের কার্যক্রম মানসম্মতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে;
- সকল পর্যায়ে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাসহ কমিউনিটি সংগঠনের ইতিবাচক ভূমিকা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে;
- কোভিড-১৯-এর মত অতিমারির মধ্যেও জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানুষের কল্যাণে কমিউনিটির নেত্রীদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে কমিউনিটি ও সদস্য পর্যায়ে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার ফলে সচেতনতাবৃদ্ধি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি কমানো সম্ভব হয়েছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ বিশেষ

ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে মশক নিধন কর্মসূচীর উদ্বোধন

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক খাদ্য সহায়তা প্রদান

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ বিশেষ

মেয়র মহোদয় কর্তৃক ইউএনডিপি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণকে ক্রেস্ট প্রদান

মেয়র মহোদয় কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে চলমান কাজের উপকরণ গুণগত মান যাচাই

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে র‍্যালীতে মেয়র মহোদয়ের অংশগ্রহণ

উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

মেয়র মহোদয়ের সাথে বার্ষিক প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা

ইউএনডিপি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে কমিউনিটির নেত্রীবৃন্দের সভা

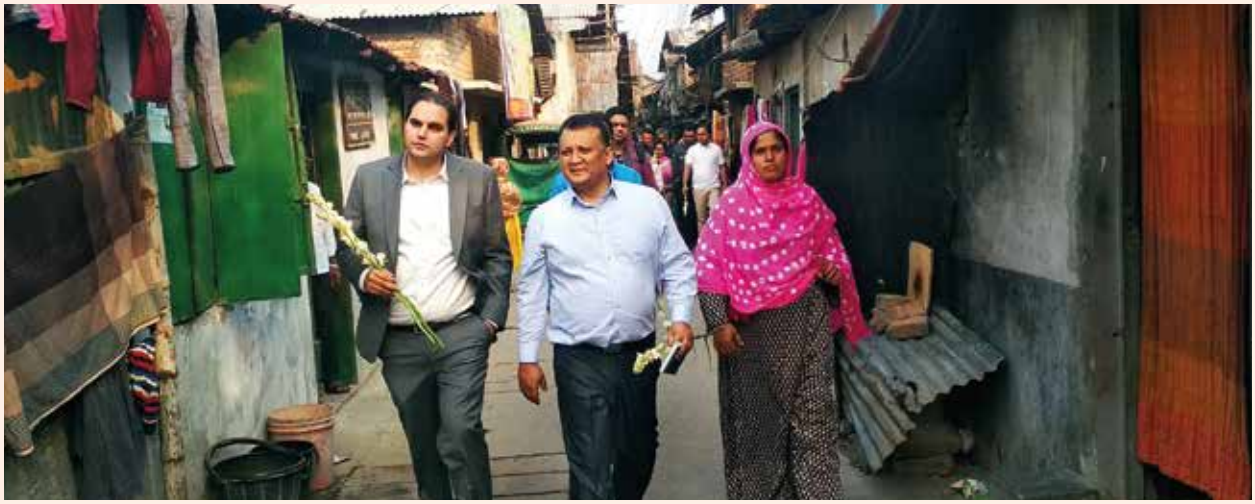

বার্ষিক প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর ২০২১

যোগাযোগ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
কেসিসি সুপার মার্কেট, খুলনা-৯১০০।
ইমেইল : mayorkcc@gmail.com
ওয়েব : www.khulnacity.org
ওয়েব : www.urbanpovertybd.org